ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হঠাৎ ওজন কমাচ্ছেন কেন শাহরুখ?

পৃঃ ৫

এক দশক পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরছেন অ্যান্ডারসন!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৬ ● কলকাতা ● ০২ ভাদ্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৯ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রবিবার সকালে তৃতীয় বারের জন্য

সিবিআইয়ের জেরার মুখে আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন :আরজিকর হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে রবিবার সকালে আরো একবার সিবিআই এর জেলার মুখে পড়তে হয়।

সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই তিন দিন ধরে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তদন্তকারী সংস্থা প্রাক্তন এই অধ্যক্ষকে জেরা করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। সন্দীপ ঘোষকে গত শুক্রবার থেকে জেরা করা শুরু করেছেন তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই এর তলবে তিনি প্রথমে সিজিও কমপ্লেক্সে জাননি। তাই রাস্তা থেকেই সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই থেকেই জেরা চলছে।

গতকাল ১৩ ঘন্টা জেরার মুখোমুখি হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তাকে বেরতে দেখা যায়। রবিবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছানো মাত্রই সাংবাদিকরা তাকে ছেঁকে ধরলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকে যান। তবে সন্দীপ ঘোষের চোখ মুখ ফোলা, চোখের তলায় কালি

এরপর ৩ পাতায়

তিলোত্তমার মৃত্যুতে হয়ত বড় কোনও ক্লু পেতে চলেছে সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিলোত্তমার মৃত্যুতে হয়ত বড় কোনও ক্লু পেতে চলেছে সিবিআই। কারণ, তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ডায়েরি। সেই ডায়েরি ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেটি। ফলত, মনে করা হচ্ছে, নির্যাতিতার এই ডায়েরি তদন্তের গতি আরও মসৃণ করতে অনেকটাই সাহায্য করতে পারে গোয়েন্দাদের। অপরদিকে নির্যাতিতার বাবা সাফ জানিয়েছেন, এই ঘটনা কারোও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।' ডিপার্টমেন্টেরই লোক জড়িত।' তাঁদের মেয়ে সেমিনার হলে রয়েছেন সে কথা ওই অভিযুক্ত জানল কীভাবে? প্রশ্ন তুলেছেন নিগৃহীতার মা। মুখ্যমন্ত্রীকেও সে কথা জানিয়েছেন তিনি বলে দাবি করেছেন। শনিবার তিলোত্তমার বাবা বলেন,"এর পিছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে। তবে সেটা কী জানি না। মেয়ে কোনওদিন বলে যায়নি। ও আমাদের টেনশন দিতে চাইত না কোনওদিনই। যেদিন মারা গিয়েছে সেদিনও ডায়েরি লিখেছে। সেটা সিবিআই বাজেয়াপ্ত করেছে।" সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই ঘটনার দিন তিলোত্তমা কার-কার সঙ্গে ছিলেন, কী করছিলেন যদি তিনি লিখে যান তাহলে বড় তথ্য হাতে পেতে পারেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তিলোত্তমার মা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের ডায়েরি লেখা অভ্যাস ছিল। প্রতিদিন জীবনের সবটুকু খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সেখানে লিখে রাখতেন। মৃতের বাবা মা আগেই জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি তিলোত্তমা নাইট শিফট করতে চাইতেন না। অনিহা তৈরি হয়েছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু কেন? তাঁর উপর কি কোনও প্রেশার ছিল? পরিবার মনে করছে হয়ত সেই সব বিষয় তিনি লিখে রাখতে পারেন ডায়েরিতে। এখানেই শেষ নয়, ঘটনার দিন অর্থাৎ ৯ অগস্টও ডায়েরি লিখেছেন তিলোত্তমা এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর মা।

পুলিশ সূত্রে খবর, তিলোত্তমার জিনিসপত্রের মধ্যে একটি ডায়েরি ছিল। ডায়েরি কলকাতা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে একটি লুজ পাতা ছিল। সেই পাতাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই পাতায় লেখা ছিল, কীভাবে তিলোত্তমা বাবা মা কে ভালো রাখতে চায়। খোলা পাতা সহ ডায়েরি সিবিআই কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রস্থান

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য ফোনে কথা বলে নেবেন নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

এরপর ৩ পাতায়

এরপর ৩ পাতায়

স্বরবিতান-এর সাড়ে তিন দশক:

কবিতা পাঠে দেশ ও মাটির কথা

নিজস্ব সংবাদদাতা: নিউজ সারাদিন : ডায়মণ্ড হারবারের সাংস্কৃতিক সংস্থা "স্বর বিতান"-এর ৩৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৭ ও ১৮ আগস্ট দু'দিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব পেল 'কবিতা পাঠে দেশ ও মাটির কথা' । এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন যার বিষয় ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশ গঠন । রতন হালদারের সানাই বাদনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তৃষ্ণা মণ্ডলের পরিচালনায় সংস্থার সদস্য শিল্পীরা সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট কবি দীপক হালদার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক দিগ্বিজয় চৌধুরী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সমাজসেবী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল প্রমুখ। আজকের দিনে কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা সহ কয়েকটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি দীপক হালদার। দেশ ও মাটির কথা নিয়ে কবিতা পাঠের বিষয় ভাবনাকে সাধুবাদ জানান প্রধান অতিথি সাহিত্যিক দিগ্বিজয় চৌধুরী। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সুস্থ চেতনা বিকাশের এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বর বিতান-এর কর্ণধার সুব্রত মণ্ডল জানান যে, দেশ ও সমাজ বাদ দিয়ে কোন শিল্প বা সাহিত্য পুষ্টি লাভ করে না। সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সদস্য ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধটা জাগিয়ে দেবার কাজে সংগঠন প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন নিশিকান্ত সামন্ত, চন্দন মিত্র, খায়রুল আনাম, দেবাশিস হালদার, শিশির পাইক, নীলরতন মণ্ডল, অমলেন্দু বিকাশ দাস, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ আরো অনেকে। ব্যালে নৃত্য 'ভারতবর্ষ' , নাটক 'সৈনিক ধরো হাতিয়ার', নৃত্য নাট্য কাল মৃগয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। সংস্থার সাড়ে তিন দশক পূর্তি উপলক্ষে এদিন কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী, সমাজসেবী, সংগঠক, সফল ছাত্রছাত্রী প্রমুখ পঁয়ত্রিশ জন গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

আওয়ামী সরকারের সময় নিবন্ধিত দলগুলোর নিবন্ধন বাতিলের দাবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আওয়ামী সরকারের সময় নিবন্ধিত দলগুলোর নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়েছে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি। চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা ও সদস্য জোবায়ের মাতুব্বর ১৩ আগস্ট প্রেরিত এক বিবৃতিতে আরো বলেন, ২০১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশের পর সকল শর্ত মেনে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি ২০১৮ এবং ২০২২ সালে দুইবার নিবন্ধনের আবেদন করার পরও আওয়ামী সরকারের অপরাধ-দুর্নীতির বিরোধীতা করায় দুর্নীতিগ্রস্থ প্রধান নির্বাচন কমিশনা, কমিশনার ও সচিবের দুর্নীতির কারণে নিবন্ধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। বিবৃতিতে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ আওয়ামী শামসনামলে নিবন্ধিত বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট), বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বাংলাদেশ কংগ্রেস, তৃণমূল বিএনপি, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম ও বাংলাদেশ সুপ্রীম পার্টি (বি.এস.পি)ও নিবন্ধন বাতিল দাবি করে আরো বলেন, কেবলমাত্র অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে দুর্নীতি করে এই দলগুলোকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছিলো। এই দলগুলো কখনোই জনগণের দাবি নিয়ে রাজপথে নামেনি; যার প্রমাণ গত ১০ বছরের গণমাধ্যমে চোখ রাখলেই পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, 'নতুনধারার অঙ্গীকার-দুর্নীতি থাকবে না আর...' এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে কোনো ধরণের আর্থিক লোভ বা মোহের রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে জোট-মহাজোট-যুগপৎ-মঞ্চ- মোর্চার বাইরে থেকে জনদাবি বাস্তবায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

একাধিক দাবিতে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায়

সুভাষগ্রাম স্টেশনে মহিলাদের ট্রেন অবরোধ

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : রবিবার সাত সকালে শিয়ালদাহ দক্ষিণ শাখার সুভাষগ্রাম স্টেশনে একাধিক দাবিতে মহিলারা ট্রেন অবরোধ করলে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। অবরোধকারী মহিলাদের দাবি এই লাইনে মাঝে মধ্যেই ট্রেন বাতিল করা হয়, ট্রেনের ঘোষণা করা হয় না, দীর্ঘক্ষণ ট্রেন থাকেনা। এছাড়া ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকারের দাবিতে রেল অবরোধ করা হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গেছে গড়িয়া স্টেশনের কাছে রেল ট্রাকের কাজ চালার জন্যই বারুইপুর লোকাল বাতিল করা হয়েছে। নিত্য যাত্রীদের এই অবরোধের জন্য নামখানা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবারে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। তবে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং ও সোনারপুর লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। রেল অবরোধের জেরে বিপাকে পড়েছেন অনেক যাত্রী। তবুও নিজেদের দাবি দেওয়া নিয়ে অনড় রয়েছেন অবরোধকারীরা। রেলের তরফ থেকে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী উপস্থিত হয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘিরে

তৃণমূলের অন্দরেও তোলপাড় শুরু হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালের ঘটনায় রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে 'ব্যর্থ' বলে মনে করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে খবর, সরকারের একের পর এক 'ভুল' পদক্ষেপ নিয়ে দলের অন্দরে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনে করছেন, প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে 'বদল' ছাড়া দল ও সরকারের পক্ষে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'অভিষেক ভীষণ সক্রিয়। ওর চোখটা ভাল যাচ্ছে না। একুশে জুলাই সমাবেশে ওকে চোখের ব্যাপারে যত্ন নিতে বলেছিলাম। তৃণমূলে কোনও বিভাজন নেই। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক।'আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেও তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় গত সাত দিন প্রশাসন যে ভাবে এগিয়েছে, তা নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। জানা গিয়েছে, মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজে চূড়ান্ত গাফিলতি চিহ্নিত করে আপাতত এ সব থেকে দূরে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। দলে অভিষেকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এক নেতার কথায়, "সাধারণ সম্পাদক মনে করছেন, স্বাস্থ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সাধারণ প্রশাসনের সমন্বয়ের অভাবেই একের পর এক ভুল পদক্ষেপ হয়েছে। তাতে সরকার ও দল সম্পর্কে জনমানসে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।'' মধ্য রাতে হাসপাতালে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের সময় পুলিশের ভূমিকায় নিয়েও দলের অন্দরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। দলীয় সূত্রে খবর, হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের 'ল্যাজেগোবরে' অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও উষ্মা জানান অভিষেক। ঘনিষ্ঠ মহলে সে কথাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। রাজ্য জুড়ে সরকার-বিরোধী প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্যে শনিবার দলের অন্দরে শুরু এই আলোড়নের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের মন্তব্যে। এই আন্দোলনকে 'বাম-রাম চক্রান্ত' বলে উল্লেখ করেও এ দিন দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'আমাদেরও কিছু ভুল শুধরে সব চক্রান্ত ভাঙতেই হবে।' সেই সঙ্গেই সরকার-বিরোধী যে আবহ তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় মমতার পাশাপাশি অভিষেকের সক্রিয়তা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ভাঙচুরের রাতে দোষীদের গ্রেফতার চেয়ে এক্স

এরপর ৪ পাতায়

কলকাতা পুলিশে কর্মরত সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের

সম্পর্কে জোড়া তথ্য তলব করল লালবাজার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুলিশে কর্মরত সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে জোড়া তথ্য তলব করল লালবাজার। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে মূলত দু'টি তথ্য জানাতে হবে এক, অতীতে তাঁদের কোনও অপরাধের নজির আছে কি না, দুই, তাঁদের চারিত্রিক কোনও দোষ রয়েছে কি না।প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় এমনিতেই অস্বস্তিতে কলকাতা পুলিশ। যে ভাবে জনমানসের ক্ষোভ রাজপথে নেমে এসেছে, তাতে কলকাতা পুলিশের ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই বড় চ্যালেঞ্জ কলকাতা পুলিশের কাছে। এ ক্ষেত্রে তাই নবান্নের নির্দেশ আসার পরেই আর কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য তলব করেছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। তবে এই তথ্য তলবের বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ কলকাতা পুলিশ।পুরুষ-মহিলা উভয় সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। হোমগার্ড সম্পর্কেও খোঁজ খবর করে তথ্য জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে ধরা পড়েছেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। অনেকেই মনে করছেন, কলকাতা পুলিশে অধীনে কর্মরত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের গ্রেফতারির ঘটনায় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, তেমনই পরিস্থিতিতে নবান্ন থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরেই এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। তড়িঘড়ি কলকাতার সব থানাকে তাদের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সদর দফতরে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে তাদের কাজের মূল্যায়নও তুলে ধরতে হবে রিপোর্টে।

পাশাপাশি, প্রত্যেক সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম ঠিকানা-সহ যাবতীয় পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি যাচাই করে পাঠাতে হবে। সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজে যোগদান করার পর তার পারফরম্যান্স কেমন, তা-ও জানাতে বলা হয়েছে বলেই কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠেছে কি না, সেই তথ্য জানাতে হবে ওই রিপোর্টে। এমনকি ওই সিভিক ভলান্টিয়ার কোনও নেশা করেন কি না, তা-ও রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। প্রসঙ্গত,

ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে নেশা করার অভিযোগ ওঠায় কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। নবান্নের নির্দেশে তাই এ বার সিভিক ভলান্টিয়ারদের যাবতীয় তথ্য নিজেদের হাতে পেতে চাইছে লালবাজার।

'হাসিনা যে ভুল করেছেন, মমতা তা করবেন না'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বক্তব্য দিচ্ছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'পুলিশ এ রাজ্যকে বাংলাদেশে পরিণত করতে দেবে না। ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারও এ রাজ্যকে বাংলাদেশ করতে দেবে না।'

আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যটির কোচবিহার জেলার সাগরদিঘী পাড়ে এক বিশাল জমায়েতের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়েই এই মন্তব্য উদয়ন গুহর।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সরকারি হাসপাতালের (আরজিকর) পোস্ট গ্রাজুয়েট দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠে। এরপর থেকেই গত কয়েকদিন ধরে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। আরজিকরের মেডিকেলের শিক্ষার্থীরাতো বটেই, তার সাথে যোগ দিয়েছেন রাজ্যের অন্য সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও। ফলে আন্দোলনের মাত্রায় গতি পেয়েছে। আরজিকরের ওই নৃশংস হত্যার ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে বুধবার গোটা রাজ্যে 'রাত দখলে' নেমেছিল নারীরাও। কিন্তু তারই মাঝে বুধবার মধ্যরাতেই আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব চালায় একদল মানুষ। নষ্ট করা হয় হাসপাতালের জীবনদায়ী ওষুধ, ভাঙচুর করা হয় একাধিক যন্ত্রপাতি, জানলা, দরজা, টেবিল, চেয়ার, পুলিশের গাড়ি, মোটরসাইকেল। হামলা চালানো হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া গণমাধ্যমের কর্মীদের উপরেও।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি হতে চলেছে এপার বাংলাতেও?

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হামলাকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যটির উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী শনিবার বলেন, 'ওই ঘটনার পরে যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দিকে আঙুল তুলছেন, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নোংরা ভাষায় মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ চাইছেন- সেই আঙুলগুলিকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকে ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে এরা বাংলাকে নতুন করে একটা বাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওরা জানে না, হাসিনা যে ভুল করেছেন, মমতা ব্যানার্জির সেই ভুল করবেন না, করেননি। তাই আরজিকর মেডিকেল কলেজে ওইভাবে তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালানোর পরেও পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি। পুলিশ এখানে বাংলাদেশ করতে দেবে না। সরকার এখানে বাংলাদেশ করতে দেবে না। তৃণমূলের কর্মীরা সাধারণ মানুষের সহায়তা নিয়ে এ বাংলাকে বাংলাদেশ করতে দেবে না।'

এই একই ইস্যুতে দুদিন আগে বিরোধীদলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'সিপিআইএম এবং বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন। আপনারা ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি! কিন্তু আমি বলব, আমি ক্ষমতার মায়া করি না। আমি মনে করি যতদিন বাঁচবো, মানুষের সেবা করে যাব, মানুষকে ন্যায়বিচার দিয়ে যাব।'

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

To
The MAMATA BANERJEE
Hon'ble Chief Minister
And
Minister-in-Charge
Home & Hill Affairs
Health and Family Welfare
Land and Land Reforms & Refugee Relief and Rehabilitation
Information and Cultural Affairs
Personnel and Administrative Reforms
Planning & Statistics
Minority Affairs and Madrasah Education
NABANNA (14th Floor)
325, Sarat Chatterjee Road, Mandirtala,
Shibpur, Howrah-711102

মহাশয়

আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি মৃত্যুঞ্জয় সরদার পিতা লালু সরদার ,গ্রাম হেদিয়া থানা জীবনতলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা স্থায়ী বাসিন্দার। আমি নির্দিষ্টভাবে বহুদিন ধরে চাইছি প্রশাসনিক সুরাহা আমার সপরিবারে নিরাপত্তা । নিরাপত্তা দেওয়া তো দূরের কথা কোন ঘটনা ঘটলেই প্রশাসনের কোন হেলদুল তো দেখতেই পায় না উল্টে সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা। প্রশাসনের একাংশ চাইছে আমিও খুন হয়ে যাই, উইথআউট ইনফর্মেশন ছাড়াই আমাদের পরিবারের জমি অন্যের নামে রেকর্ড করে দিয়েছে। এ ঘটনা আজ থেকে 15 দিনের মধ্যে ঘটেছে। ক্যানিং দু নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কিভাবে হেদিয়াবাদ মৌজায় জে এল 67 নতুন খতিয়ান 2193,2194 দাগ নং 1491/1493 এই নিতাই চন্দ্র হালদার নামে কী বেশি জমি রেকর্ড হলো।এই দাগে আমার পরিবারের 75 শতক জমি আছে। যার দলিল ও কেবি রেকর ড আমি সাবমিট করেছি ইমেলে। এইরকম ঘটনা আর কতদিন চলবে ক্যানিং 2 নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দপ্তরে। কিসের উপর ভিত্তি করে এইভাবে আমাদের জমি কেটে অন্য লোকের নামে রেকর্ড করে দিল। সবকিছু খতিয়ে না দেখে এগুলো কিভাবে হল, কেনই বা আমরা কোন নোটিশ পেলাম না। এই দাগে আমার বাবারও জমি রয়েছে, লালু সরদার নামে। তাহলে মনে হচ্ছে না যে টাকার বিনিয়াই সবকিছু হয় একটা সময় আমিও খুন হয়ে যেতে পারি। কারণ জমি জায়গা বিষয়ে প্রতিবাদ করছি বলে। তা না হলে কেন 06/08/2024 সন্ধ্যে 7টা 41 মিনিট এই নম্বরে +919315739365 ফোন আসে , আমার বাড়িতে এসে খুন করে যাবে সেই বলে হুমকি দেয় এবং গালিগালাজ করে। এই ব্যক্তির সঙ্গে এই এলাকার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, টুকলারের সম্মান আলী মন্ডল বলে নাম দেখাচ্ছিল, বেঙ্গল কালচারাল অর্গানাইজেশন বলে লেখা ছিল। নেতারা কৌশল করে আমাকে হুমকি এই ব্যক্তিকে দিয়ে। আইনত ব্যবস্থা চাই এর বিরুদ্ধে, আমাকে নিরাপত্তা দিতে হবে। পুলিশ সব কিছু জেনে বুঝে কেনই বা আইনত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বিগত দিনের উদাহরণ যদি আমি দিই 28 শে জুলাই আমি যথাযথ পুলিশকে ইমেইল করে জানিয়েছিলাম, আমার বাস্ত বাড়ির জমির সীমানার গাছ কেটে রাস্তা তৈরি হবে, সেই মতো বেশ কিছু গাছ কাটা হলো। বেশকিছু জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো রাস্তা মধ্যে। পুলিশের কাছে খবর থাকলেও খোঁজ নিল না , রাস্তা হয়ে যাওয়ার পরে , পুলিশের কাছে খোঁজ ছিল আমি বাড়িতে থাকব না, সেই সুযোগে পুলিশ আমার বাড়িতে এলেন জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। তখন রাস্তা হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই। যা যা হওয়ার হয়ে তখন শেষ হয়েছে, গাছ কাটা হয়ে গেছিল , রাস্তার ইটের সলিং ও কমপ্লিট, তারপর পুলিশ এলেন। সান্তনা দিতে না সত্যটাকে ধামাচাপ দিতে। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশের কাছে বাড়াবার খবর আছে আমার উপরে যে কোন আক্রমণ হবে, রাতের অন্ধকারে আমার বাড়ির ভিতরে লোক ঢুকে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি চুরিও হলো। কোন অন্যান্য জিনিস, রাতের অন্ধকারে এখানে অনেক দুষ্কৃতিতে আনাগোনা হয়। তাও পুলিশের দেখা মেলে না, আগে তো মাঝেমধ্যে পুলিশের অল্প একটু দেখা মিলতো, পুলিশের তো নিরাপত্তা নেই উল্টে হতাশ অবস্থায় ভুকতে হয় আমাকে। সব খবর পুলিশের কাছে আছে, আমিও লিখিত জান মানলাম। যেকোনোভাবে রাতের অন্ধকারে আমার বাড়ির উপর আক্রমণ হয়ে যেতে পারে। সবকিছু পুলিশ যেন কেনই বা আমাদের জন্য প্রশাসনে নিরাপত্তা দিচ্ছে না। তবে যেদিন খুন হয়ে যাব সেদিন আমার পুলিশ এরকম লোক দেখানো আছে তদন্ত করবে। নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়। আগাম খবর দেওয়ার পরও পুলিশের দেখা মেলে না। এ দিকে একটার পর একটা ঘটনা মেইল করতে করতে হয়রান, তবুও প্রশাসনের নির্বাক খোঁজ খবর নেয় না। এদিকে আমার পরিবারের ঘরের পিছন দিক থেকে রাস্তা করবে নেতারা ,তার কাজ শুরু হয়েছে । তবে আমি নেতাদের জানিয়েছি যাতে আমার জায়গার উপর থেকে এক ইঞ্চি না রাস্তা হয়। কারন পাশের জমি খাস আছে এবং রাস্তা কেটে সেই জমি।সেই দিকে সরিয়ে রাস্তা করুন আমার অসুবিধা নেই। তবে আমার বাস্তব বাড়ির সীমানার গাছ কেটে এবং জমির মধ্যে যাতে কোন রকম আমাদের বাস্তব বাড়ির সীমানা ভিতরে না আসে, সে কথা বলে রেখেছি নেতাদের, তবে নেতারা সব সময় ভালো কথা তো শুনেই না। পরিস্থিতি যা আমার কথা হয়তো না শুনে জোর করে রাস্তা করতে চায়ছে এক দু জন নেতা। আমাদের জমির ভিতরে কোনভাবে রাস্তা না ঢুকে সেটা দেখার জন্য আবেদন, আমার সীমানার কোনো গাছ যাতে ক্ষতি না হয় তার আবেদন। যদি কোন নেতা জোর করবে আমার জমি বা আমার গাছ কাটে তাহলে প্রশাসনিকভাবে আমি বিচার ও শাস্তি চাই। সে কারণেই আপনাদেরকে জানালাম, অন্যদিকে আমাকে বিষক্রিয়া করে মেরে ফেলার প্রচেষ্টা আক্রান্ত হচ্ছি তবে ভগবান আছে মৃত্যু হচ্ছে না আমার। বাইরে কোন খাবার ভয়ে সেভাবে খাই না, তবে আমি তো মানুষ কোথাও থেকে কিছু কিনে খেলে সেখানেও প্রায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখছি। এই কথাগুলো লিখলে লোক ভাববে আমি হয়তো হতাশায়ার ভুগছি, কিন্তু এটাই বাস্তব। দীর্ঘ চার বছর আগে জোরপূর্ব আমার কাছ দিয়ে বিদ্যুতের বিল নেয়া হয়েছিল, সবটাই ছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। আবার গতকাল সকালে পুরাতন সেই গল্প জুড়ে, যে মিটারটি আমার বাড়ি থেকে ডিসকানেক্ট করে খুলে নেয়া হয়েছিল, সেই মিটারটির অফিসের দুই ব্যক্তি তুলে নিয়ে চলে যায়, হঠাৎ চার বছর পরে সেই মিটারের খোঁজে তল্লাশি । অফিসের নির্দেশের কথা জানায় রিডিং নেওয়ার ছেলেটি, এবং মিটারের বিল দিতে হবে সে দাবি করে যায়। কত বড় ধরনের চক্রান্ত দেখুন এক দিকে যখন পেরে উঠছে না অন্যদিকে তখন আঘাত করে আমাকে ক্ষতি করছে। মিথ্যা বিদ্যুৎ মামলায় ফাঁসানোর এ আরেক বড় চক্রান্ত, এভাবেই গ্রাম-গঞ্জে আমাদের মত কাগজের সম্পাদকের উপর অকথ্য অত্যাচার। ফোন চুরি হয়ে গেলে পুলিশ কে জানিও সুরভ মেলে না, ফোন ফোনটি উদ্ধাত তো দূরের কথা উল্টে আবার চুরি করিয়ে দেয়া হচ্ছে বাড়ি সহ আমাদের মাছের ফেরি সহ সর্বত্রে। এসবের পিছনে এক বড় সক্রিয় নেটওয়ার্ক কাজ করছে, এটা আজকের থেকে নয় দীর্ঘ কুড়ি বছরের প্রায় আমার 50 থেকে 60 লক্ষ টাকার ক্ষতি করেছে। শুধু এই নয় মাছের ভেরিতে বিষক্রিয়া করে ও পুকুরে বিষক্রিয়া করে মাছ নষ্ট করে প্রতিবছর। এছাড়াও আমার কলকাতা যাওয়া আসা পথেও হেনস্তা করিয়ে আমস বা গাজা কেস দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। তা না হলে সুপারি কিলার দেখুন করবে সে পরিকল্পনা অভ্যত রয়েছে বহুদিন ধরে। দিনের পর দিন নিজের নিরাপত্তার কারণে ঘর বন্দি অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়। সব ঘটনা লোকাল প্রশাসন চেনেও না জানার ভান করে বসে আছে, সুবিধা অসুবিধা লোকাল থানাকে ফোন করলে কোন অফিসারই ফোন ধরতে চায় না। এতবার প্রশাসনকে জানালাম সুরাও তো দেখছি না উল্টে মৃত্যুর করে ঢলে পড়ছি। নিরাপত্তা তো অনেক দূরের কথা, কি চাইছে তা নিয়ে প্রশাসনও একশ্রেণীর মাতবররা। কারোর নাম দিয়ে যদি অভিযোগ করি তাহলে রাতের অন্ধকারে আমার পরিবারের যে কেউ খুন হয়ে যাবে। খাদ্যে বিষক্রিয়া করে মেরে ফেলা হবে। দেখছি কুড়ি বছর ধরে যত দিন যাচ্ছে তত যেন আমার সমস্যা একটু একটু করে বাড়ছে। সৎ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে থাকি বলে এক দিকে কৌশল করে আমার পরিবারে মিথ্যা মামলা দিয়ে ড্যামেজ করার প্রচেষ্টা অন্যদিকে ফিসারী ও সম্পত্তি উপরে ক্ষতি করা। পুলিশকে জানিয়েছিলাম কয়েকদিন আগেই আমার দের ফিসারি থেকে মোবাইল চুরি হয়ে যায়, আর তাত্ত্বিক 10 দিনের মধ্যে আবারো চুরি হল একই জায়গা থেকে ফিশারির অন্যান্য আসপর পত্র। হাজার লোকের ফিশারি থাকার সত্ত্বেও তাদের কোন চুরি বা ক্ষতি হয় না, শত নিষ্ঠার সাথে সাংবাদিকতা করি বলে যত আক্রমণ আমার পরিবার ও আমার উপরে। চুরি কে বা কারা করছে প্রশাসন কেনই বা তাদেরকে ধরে শাস্তি দিচ্ছে না। কেনই বা বারবার প্রশাসনকে বলে আমার সম্পত্তি ও আমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না। তবে সবকিছুকে একটা আমার পরিবারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা। না এই ভাবেই আমাদের সপরিবারকে একটু একটু করে ড্যামেজ করতে চাইছে। প্রশাসনকে এতবার লিখিত ইমেইল করি, কোনোভাবে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। হাজার বারো পুলিশকে জানিয়ে পুলিশ নির্বাক দর্শক হয়ে রয়েছে। অনেক সময় লোকাল অফিসারদেরকে ফোন করলো ফোন ধরে না। তাহলে আমাদের মতন সাংবাদিক পরিবারগুলো ভরসা রাখবে কাদের উপর, সে কারণেই লোকাল প্রশাসনের উপরে আমার সপরিবারে ভরসা বহুকাল আগে হারিয়ে গিয়েছে। প্রশাসন চাইছে বারবার আমার ক্ষতি হোক এবং আমার কে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরবে, সেটা যে কোন মামলা হতে পারে খরগোশ অন্যান্য সবকিছু তাদের হাতে তো আইনটা। ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে একদিকে, অন্যদিকে দুষ্কৃতীদের দিয়ে পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা। তা না হলে কেন আমার পরিবারের উপরে বারবার এক বিভিন্ন অবিচার চুরি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের উৎপাতও অনেক সময় দেখা গিয়েছে। তবে পুলিশের কাছে এসব জানলে তারা তো রিপোর্ট লিখে পাঠায় সব মিথ্যা বলে। তাই প্রশাসনার কিছুই করবে না সেটা আমার পরিবার বহু কাল আগে বুঝে গিয়েছে। তবে যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি অনেক খারাপ হচ্ছে হয়তো একটা সময় নিজের হাতে আইন তুলে নিতে হবে। তখন প্রশাসন বলতে পারবে না আমাদেরকে জানানো হয়নি কেন। সবকিছু একেবারে মুখ বুঝে সহ্য করাও যাচ্ছে না, বহু ঘটনা আমি প্রশাসনকে বারবার ইমেইল করি। এলাকার একশ্রেণীর দুষ্কৃতী ও প্রশাসন চাইছে আমাদের তিলে তিলে শেষ করে দিতে। সে কারণে যতবার প্রশাসনকে জানায় ততই কোন কাজ হচ্ছে না, রাতের অন্ধকারে বাড়িতে লোক ঢুকিও মারার চেষ্টা হয় প্রশাসনকে জানালে সেটা যেন একটা ছেলে খেলার মতন করে দেখে। প্রশাসন সবকিছু জেনে বুঝে যেন এক নির্বাক দর্শকের মত রয়েছে। প্রকাশ্যে আমাদেরকে মেরে দিতে পারছে না তবে তিলে তিলে নানান কৌশলে পুরোপুরি ফ্যামিলির সবাই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা আমার পরিবারের উপর নজরদারি চালাচ্ছে বহুদিন ধরে। তবে কি আমার স্বপরিবার একটা সময় সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রশাসন জেগে ঘুমিয়ে থাকার পরে উঠে দেখবে । পুলিশ একটা ঘটনা সাহায্য করলে দ্বিতীয় ঘটনায় ঘটিয়ে দেবে আর সাহায্য না করে তার অজুহ দিতে থাকে। পুলিশ প্রশাসনের নজরে সবকিছু থেকেও পুলিশ না দেখার ভান করে রয়েছে। পুলিশের কাছে নিরাপত্তার দাবি করলে না না অজুহা দিয়ে নিরাপত্তাও দেয় না। জমি জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন সমস্যায় রয়েছি প্রশাসনকে জানিও না জেহান দিনের পর দিন । প্রশাসনে সঠিক কাজ সেভাবে করছে না ।সম্প্রীতি সন্ধ্যাবেলা আমার বাবা-মা ও আমার ভাই তিনজনে আমাদের ফিসারিতে যায় মাছ ধরতে। তবে তারিখটা ছিল একই জুলাই 2024, রাত্রি 11: 00 টার সময় একটি মহিলা একজন পুরুষ আমাদের মেইনগেটে থেকে ভেতরের দিকে আসছিল আমি দেখতে পেয়ে যখন কে কে করি আবার ফিরে চলে যায় । এর পরে রাত আড়াইটার সময় আমার ফিসারির উপরে বাবা আর ভাই মাছ ধরতে নামে , মা ফিসারির বাঁধে আলাঘরের সামনে ঘুমিয়ে পড়ে সেই সুযোগে আমাদের একটি নোকিয়া ১০৫ ফোন চুরি করে নেয়,যার IMEI 1: 359014720840063, আর আমার নামে সিম তোলা ছিল যার নম্বর +917365987878, আমার পরিবারের উপর নজরদারি না চালালে এভাবে মোবাইল ফোনটা চুরি হয় না। তবে যে বা যারা করছে এসব ঘটনা তাদেরকে তাদেরকে ধরে আইনগতভাবে শাস্তি দেন এটাই আমি চাইছি। আমার ফোন নিয়ে কোন ভাবে কোন দুই নম্বরি না করতে পারে সেজন্য আরও বিশেষ করে পুলিশের নজরদারিতে রাখতে চাইছি। আমার সিমটি নিয়ে কোনোভাবেই অপব্যবহার না করতে পারে সেজন্য প্রশাসন কেউ জানাতে চাই। এর আগেও একটি ফল ট্রেনের মধ্যে চুরি হয় সেটাও জানিয়ে কোন শুরু হবে মেলেনি। কারণ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমি সত্যের সন্ধানে সাংবাদিকতা করার ফলাফলে আমার নিরাপত্তার অভাব ও মানসিক শারীরিক ও বিভিন্ন অত্যাচার অবিচার চলছে আমার পরিবার ও আমার উপরে, বিগত দিনে বহুবার আমাকে খুনের চেষ্টা হয়,কোনো রকম ভাবে প্রাণে বেঁচে আছি। রাস্তাঘাটে আমার যে কোনভাবে প্রাণী হতেই পারে, সে পরিকল্পনা দীর্ঘ বছর যেন অব্যাহত, এর সাথে যাহাতে আমার কণ্ঠ রোধ করা যায় তার জন্য বিভিন্ন কৌশল করে আমার জমি জায়গার ভিতরে নাম ঢুকিয়ে দিতে চাইছে অন্যান্যদের, বর্তমানে শোনা যাচ্ছে ভোটের পরে বা আগে জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নিয়ে নেবে এবং ঘর বাড়ি লুটপাট করবে। সংবাদ মাধ্যমে কাজ করি ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই আমার, আমি কার সাথে চলবো না চলবো সেটা নেতারা ঠিক করে দেবে। সম্প্রীতিককালে গত 10/01/2024 কলকাতায় চার চাকা গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে দেওয়ার চেষ্টা , বর্তমানে ভোট আসা মানে ভোটের ফলাফলের পরে বহুবার আমার জমিতে দখল নেওয়ার চেষ্টা হবে, বিগত দিনে দখল নিয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। বহু বার মাছের ভেরি দখলসহ লু ট করে নেয়, এবারেও সেটা করবে তা পরিকল্পনা ও আলোচনা করছে।পুকুরে বা আমাদের মাছ চাষের ভেরিতে বিষ দিয়ে দেওয়া। বহু ঘটনা আমরা অত্যাচারিত। নেতারা আমার জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য আমার জমির মধ্যে 41 জানার নামে নিজ গৃহ নিজভূমি পাট্টা দিয়ে দেয়, সেই সময় প্রশাসনিক ভাবে কোন নোটিশ দিয়ে আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে হয়নি।তবে সেই বিষয়ে 16/01/2024 তারিখে সকাল 11.38AM SDO Canning সাহেব হেয়ারিং হয়ে ছিল, আবার পুনরায় হিয়ারিং করছে এসডিও ক্যানিং সাহেব 06/02/2024 তারিখে দুপুর 12 টার সময় হয়, তারপরেও ফাইনাল হিয়ারিং হয় উনিশে ফেব্রুয়ারি । তিনবার হেয়ারিং এ বিবাদীপক্ষ একদিনও উপস্থিত হননি। পরে আবার 27/02/2024 তারিখে দুপুর 12 PM হিয়ারিং ডেট হয়ে ছিল, যাতে আমাকে পুলিশে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাড়িতে পৌঁছে দেয়া

এরপর ৪পাতায়

১-ম পাতার পর

রবিবার সকালে তৃতীয় বারের জন্য সিবিআইয়ের জেরার মুখে আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ

পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

সিবিআই এর তরফ থেকে বেশ কিছু নথি তার কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকের মৃত্যুর পরেই কেন তাড়াতাড়ি চারতলায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল? মৃত চিকিৎসকের বাবা মাকে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছিল? এইরকম একাধিক প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের নামে একাধিক অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তিনি কি করে এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন? কতটা তিনি প্রভাবশালী? তার মাথার ওপর কি কারুর হাত আছে? যদি থাকে তিনি কে? এইরকম আরো বেশ কিছু প্রশ্ন তাকে করা হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় তিনি কতটা আলোকপাত করতে পারেন ওয়াকিবহল মহলে সেই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ১৯ আগস্ট, ২০২৪ সোমবার ০২ ভাদ্র, ১৪৩১

২ পাতার পর

আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেও তোলপাড় শুরু হয়েছে

হ্যান্ডলে মত জানানোর পর থেকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় অভিষেকের অফিস। সেই রাতে অভিষেকের দাবি ছিল, দলমত নির্বিশেষে দোষীদের গ্রেফতার করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ভাঙচুরের দায় সিপিএম ও বিজেপির উপরেই চাপিয়েছেন।

ধর্ষণ ও খুনের পরে হাসপাতালে সংস্কার এবং তড়িঘড়ি অধ্যক্ষের বদলি নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও এই জোড়া প্রশ্নেই সরকারের দিকে আঙুল তুলেছিল। সেই পদক্ষেপগুলিকে 'ভুল' হিসেবে চিহ্নিত করে পরে কুণাল বলেন, 'ওই রকম একটা ঘটনার পরে হাসপাতালে সংস্কারের কাজ করার যুক্তি ছিল না। নির্বোধের মতো ওই কাজে মানুষ ভুল বুঝেছেন।' একই ভাবে, যে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের বিস্তর অভিযোগ, তাঁকেই তাড়াহুড়ো করে ন্যাশনাল মেডিক্যালে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের 'ভুল' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।টানা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে কোণঠাসা হয়েও আক্রমণাত্মক অবস্থানেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ-প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণও করেছেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও এ নিয়ে প্রতিবাদে প্রথম পথে নামেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। পথে নামলেও মমতা অবশ্য মিছিল করেছেন বিরোধীদের পাল্টা চাপে রাখতে চেয়ে। শুক্রবার তৃণমূল নেত্রীর ডাকা মিছিলে অংশ না নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন অভিষেক। তাঁর ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, 'অভিষেক মনে করেন, শহুরে মানুষের মধ্যে দল ও সরকার সম্পর্কে ধারণা ভাল নয়। সাম্প্রতিক হকার উচ্ছেদ এবং তার পরে আরজি কর হাসপাতালের এই ঘটনায় তা আরও গভীর হয়েছে।'

সম্পাদকীয়

অন্যায়ের সুবিচারের দাবিতে চোখের জল সামলে তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন

রাতের শিফটে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার মেয়ে। আর জি কর হাসপাতালের সেমিনার হলে ধর্ষণ-খুন। এমন ঘটনার অভিঘাত সামলাতে স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রাম করছে পরিবার। একমাত্র মেয়েকে এভাবে হারাতে হবে না, দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেননি কেউ। তা সত্ত্বেও মেয়ের সঙ্গে এই অন্যায়ের সুবিচারের দাবিতে চোখের জল সামলে তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন।ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যই হাতে আসছে তদন্তকারীদের। তার চেয়েও বেশি গুঞ্জন-ফিসফাস শুরু হয়েছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, নির্যাতিতা তরুণী আগে থেকেই চিকিৎসকদের একাংশের টার্গেট ছিলেন। তাঁর গবেষণার কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। তাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ জড়িত ছিলেন বলেও গুঞ্জন। তাহলে কি মার্চে বাইক দুর্ঘটনায় তাঁকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল? যা নিছকই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল তখন? চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মা-বাবার মনেও দানা বাঁধছে সেই প্রশ্ন।তুলে দিচ্ছেন খুঁটিনাটি তথ্য। আর তাতেই এক ভিন্নতর তথ্য প্রকাশ করলেন মৃতার বাবা। প্রকাশ করলেন সংশয়ও। তিনি জানান, গত মার্চে বাইক দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল মেয়ে। সেই ঘটনা আজকের মর্মান্তিক পরিণতিরই আভাস ছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তখনই কি মেয়েকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল? উঠছে প্রশ্ন।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবা জানালেন, "মার্চ মাসে বাইক দুর্ঘটনা হয়েছিল। মেয়েকে একটি বাইক ধাক্কা দিয়েছিল। জানি না, সেই ঘটনার সঙ্গে এর কোনও যোগ আছে কি না।" তাঁর মায়ের কথায়, "মেয়ে বলত আর জি করে আর ভালো লাগে না। তবে ও আমাদের টেনশন দিতে চাইত না। তাই বেশি কিছু বলত না।" দিনলিপি লিখত মেয়ে। যেদিন তাঁর সঙ্গে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে, সেদিনও সব লিপিবদ্ধ করেছিল। সেই ডায়রি পুলিশ তদন্তের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করেছে। তা নিয়ে আপত্তি জানালেন তরুণী চিকিৎসকের মা। প্রশ্ন তুললেন, "মেয়ের ডায়রি কোথায়?" যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ডায়রি দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

ঘোষ। প্রথমজনের বাড়ি শিহরে আর দ্বিতীয়জনের দেশড়াতে। শিহরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বোন হেমাঙ্গিনীর শ্বশুরবাড়ি। আর দেশড়ার কাছেই কামারপুকুর গ্রাম। সেখানে থাকতেন রামকুমার নিজে। ফলে, রানির দুই কর্মচারীরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন রামকুমার। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নীতিনিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ। বছর তিনেক আগেই ভাই গদাধরকে নিয়ে রামকুমার চলে এসেছেন কলকাতায়। এই গদাধরই হলেন পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ। কলকাতার ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। সেখানেই তখন চালু হয়েছে রামকুমারের স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণশিক্ষার টোল। সেখানে দাদার টোলে শিক্ষা পাচ্ছেন গদাধর। রানির দুই কর্মচারী গিয়ে ধরলেন রামকুমারকে। তিনিই তখন অগতির গতি। মহেশচন্দ্র এবং রামধনের পীড়াপীড়িতে মন্দিরের পৌরোহিত্য করতে রাজি হলেন রামকুমার। সেসব ইতিহাস আজও আমাদের কাছে বিরম্বনা নয়, তবে তৎকালীন সময়ে আমার মতন সাংবাদিকরা দক্ষিণ সর কে নিয়ে যা লিখে গেছে তার বিবরণ একটু দিতে হয়।খবরটা বহুদিন আগেকার। আর সেটাকেই ফলাও করে ছেপেছে 'সংবাদ প্রভাকর'। ঈশ্বর গুপ্তের কাগজ। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৪ জুন ১৮৫৫-র কাগজে ছাপা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ 'জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রানী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথি যোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ওই দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।' তবে মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী রানি রাসমণি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

হয়। সবার জেনে রাখা দরকার দীর্ঘ 50 বছর 1265/1269 দাগে আমার পূর্বপুরুষরা ভোগ দখল করে আসছিল, আমাদের নামে রেকর্ড আছে, আমাদেরকে না জানিয়েও রাতারাতি নিজ গৃহ নিজ ভূমি দিয়েছিল, যেসব নামে দেয়া হয়েছিল তারা একজনের কেউ জানেন না। তাই তাদেরকে বারবার হিয়ারিং এ ডাকলেও যাচ্ছে না। এরপরে আমাদের নামে অর্ডার হয়েছে এটুকুই জানতে পারি। এছাড়া 1073,1266 দাগে জমির বিষয় প্রশাসনকে বারবার দরবার করেও লাভ পাচ্ছে না। খতিয়ান 461আর 480 লোকাল ল্যান্ড আতিকারীরা বিষয়টা হয়রান করে ঝুলিয়ে রাখছে। খতিয়ান 480 এই জমিটি খজ আমার পোপিতামহ নামে রেকর্ড আছে ।ক,ই রেকোর্টে আমার তিন ঠাকুরদার নাম রয়েছে। জমিটি কোন ভাবে ভাগাভাগি হয়নি, আলাদা কোন সেপারেট দলিল হয়নি । অথচ আমার ছোট ঠাকুরদা রজনী সরদারের ছোট ছেলে মুক্তরাম সরদার নিজের ইচ্ছামতন জমির উপরে বাড়ি ঘর করে নিচ্ছে , বলেও কোন হয় কোন কথা শুনছে না।

তার পরেও আমাকে হয়রানী করাচ্ছে পাট্টা দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে এবং খবর পায় আমার জমির উপরে বিদ্যুতের পোল পুঁথে অন্য লোকের বিদ্যুৎ দেবে বলে পরিকল্পনা করছে নেতারা। এছাড়া গতকাল বি এল আর ক্যানিং টু তদন্তকারী অফিসাররা, ওয়ারিশ গানের তদন্ত করতে এসে কয়েকটি অজানা নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের ওয়ারিশগণের মধ্যে। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের আমি এপিঠ এপিট দেয় আমার পরিবারের অন্য সদস্য,, সেখানে তিনটে ওয়ারিশের নাম অলরেডি রয়েছে, সেই নাম ছাড়া অন্য নাম অফিসাররা ইচ্ছাকৃত দেওয়ার চেষ্টা কাদের কথা শুনে। অথচ আমাদের হেদিয়াবাদ মৌজায় খতিয়ান নাম্বার 480, 1993 সালে ওয়ারিশের তিনজনার নাম রেকর্ডে আছে, নন্তু সরদার রতন সরদার ও রজনী সরদার, এটাই সঠিক। সেই থেকে আজও পর্যন্ত জায়গার বিষয়ে আপনার অফিসে কোন কমপ্লেন আছে, কোন ওয়ারিশগণ করেছে। যেসব ওয়ারিশগণ নাম অফিসাররা বলতে চাইছে তারা কী বাস্তবে আছে ,না সব সাজানো। সেই সব ব্যক্তিদের অফিসাররা কি ফিজিকালি হাজির করাতে পারবেন। তদন্ত আমার পক্ষে যাবে আমি সেটা বলছি না বিপক্ষে যাক কিন্তু সবকিছু সঠিকভাবে যাক। যাদের নাম বলছেন অফিসাররা, সেই নামগুলোর অথেনটিক্স কোন ডকুমেন্টস অফিসারদের কাছে আছে। যে অফিসার রিপোর্ট করবে তাকে কিন্তু সেই ডকুমেন্টগুলো দিতে হবে। আর আমি এটা অফিসিয়ালি জানতে চাইবো। 1993 সাল থেকে আর আজকের দিন 2024 সাল একজনও সেই জায়গা নিয়ে কেউ দাবিও করেনি। পাড়ার লোক যা বলবে সেটা কি সব সত্যি। পাড়ার লোক তো আমার জমিগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য নানান ভাবে পরিকল্পনা করছে। আর সেটা বারবার প্রমাণিত, তাহলে অফিসাররা তাদের কথা শুনে রিপোর্ট করবে। বারবার বলতে চাই এসব কারণে একদিন আমাকে খুন করে দেবে এটা খুব পরিষ্কার। জমি জায়গা বিষয় ছাড়া সাংবাদিকতার কারণে, সত্য খবর প্রকাশ পায় এবং ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরি বলে আমাকে খুন করার পরিকল্পনা সহ সুপারি ক্লিয়ারকে দিয়ে আমাকে খুনের পরিকল্পনা চলছে। আমার পরিবার যাতে অনাহারে দিন কাটে সেই চেষ্টাও হত রয়েছে এইসব লোকাল নেতাদের। আমাকে খুন করতে পারলে আমার পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি ওরা হাতাতে চাইছে এবং অন্যায় ভাবে এই এলাকায় রাজত্ব করতে চাইছে। সমস্ত ঘটনা বারবার পুলিশ প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীকে মেইল করেও কোন সূরা ও আজও মেলেনি। ভোট আশাই মানে শারীরিক মানসিক ও রাজনৈতিক অব ভাবে অত্যাচার আমার পরিবারের উপরে গড়ে তোলে।সেই কারনে পার্সোনাল নিরাপত্তা আমাকে দিতে হবে, একদিকে সত্য ঘটনা উদঘাটন করে কলম ধরা অন্যদিকে নেতারা সেটা সহ্য না করতে পেরে জমি জায়গা কেড়ে নেওয়া পরিকল্পনা, দুই আক্রোশের মধ্যে পড়ে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। সবই ঘটনা ঘটেছে এখানে লোকাল রাজনৈতিক মাথা দের কথা অনুযায়ী। এইসব নেতাদের কথা শুনে, সাধারণ ব্যক্তিরা যাতে আমার উপর ক্ষেপে গিয়ে একটা কিছু করে সেই চেষ্টা করছে লোকাল বি এল আর এর একাংশ ও নেতারা। এছাড়াও আমার জমির সমস্ত কাগজপত্র রাস্তাঘাটে কেড়ে নিতে পারে, বারবার বি এল আর অফিসে কাগজ নিয়ে যেতে বলে। ভোটের আগে বা পরে যে কোন মুহূর্তে আমার বাড়ির উপরে চড়য়া হয়ে হয়ে সমস্ত কাগজপত্র লুট করে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও উত্তেজনাবশত অবস্থায় আমাকে সহ আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের খুন করে দিতে পারে অথবা রাস্তার মধ্য থেকে আমাকে গায়েব করে দিল দিতে পারে। তাহলে নেতাদের সুবিধা হবে, আমার জমি জায়গাও পরিবারকে উৎখাত করার। এবং মোটা টাকার মুনাফা ঢুকতে পারবে, এছাড়াও সত্য ঘটনা আর সামনের সারিতে বলার কেউ থাকবে না। এটাও ভালো করে জানে আমার পরিবারে প্রতিবাদ করার মতন আর কেউ নেই, সেই কারণেই আমাকে মেরে দেওয়ার একান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শোনাও গেছে সুত্র মারফতে যে আমাকে খুন করার জন্য সুপারী কিলারদের লাগানো হয়েছে।

অতএব মহাশয় আমি যাহাতে, পুলিশে নিরাপত্তা পাই ,তার জন্য আপনার কৃপা দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

ইতি

ধন্যবাদান্তে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

Mob 9564382031

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কুড়ি বছর সাংবাদিকতার জীবনে সবচেয়ে বেশি আমি অত্যাচারিত বা অবহেলিত, যত অত্যাচার অবহেলা করেছে ততই আমি ঈশ্বরের প্রতি ভরসা ও বিশ্বাস রেখে মায়ের শক্তিকে উপলব্ধি করে নিজের মতন করে এগিয়ে চলেছি । আজও আমার মানসিকতাকে শেষ করতে পারিনি অশোদা শক্তি গুলো, আমার কলমকে নির্বাক করে দিতে পারিনি। তবে আমার কলমটাকে মা একটু অন্যরূপেই অন্যভাবে চালনা শক্তি দিয়েছে, আজ তার সৃষ্টি এই মাতৃ শক্তি বইটি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আরজি কর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুলিশ আরজি কর মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শনিবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী সপ্তাহের শনিবার পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এই সময়ে পাঁচ জন বা তার বেশি মানুষের বেআইনি জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটির নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। শ্যামপুকুর, উল্টোডাঙা এবং টালা থানা এলাকার কয়েকটি রাস্তায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বেলগাছিয়া রোড, জেকে মিত্র রোড

ক্রসিং এবং শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়।

গত বুধবার রাতে 'মেয়েরা রাত দখল করো' নামের একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির সময় আরজি কর হাসপাতালে হামলা হয়েছিল। এই ঘটনায় জরুরি বিভাগে তাণ্ডব চালানো হয়, যা পুলিশি নিরাপত্তার ওপর প্রশ্ন তুলেছে। এরপরেও ওই এলাকায় মিটিং-মিছিল চালিয়ে যাওয়ায় পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, যদি পুলিশ মনে করে যে কোনও জমায়েতে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে। এছাড়াও, যদি কোনও ব্যক্তির কাছে লাঠি বা কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়, তাহলেও পুলিশ পদক্ষেপ নেবে।

প্রসঙ্গত, ভারতের ১৩৮ বছরের পুরনো আরজি কর মেডিকেল কলেজের এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে 'মেয়েরা রাত দখল করো' কর্মসূচির মাধ্যমে বিক্ষোভ পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

আমির খান কি বছরে এক সিনেমার রীতিতে ফিরছেন?

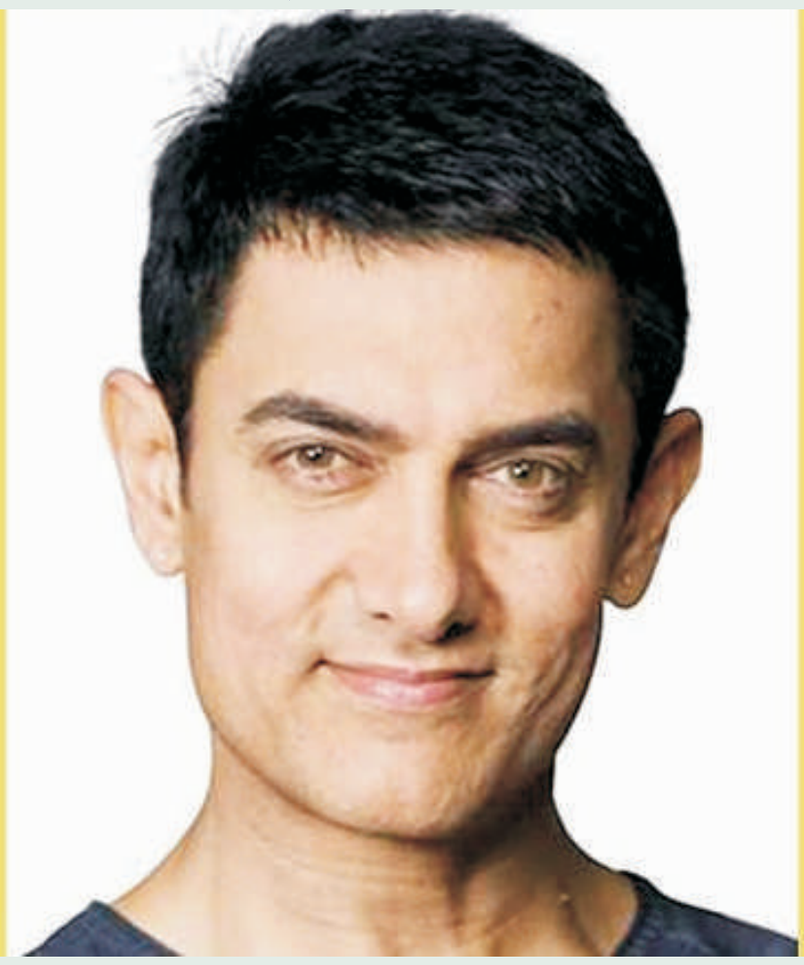

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমির খান ভারতের সিনেমা জগতের অন্যতম বড় তারকা। তিনিই প্রথম 'গজনী', 'থ্রি ডিয়টস' ও 'পিকে'-এর মাধ্যমে বক্স অফিসে ১০০, ২০০ ও ৩০০ কোটি রুপির মাইলফলক স্পর্শ করেছে। একইসাথে আমির খানই নব্বই দশকের অন্যতম তারকা যিনি কি-না সাধারণত বছরে শুধু একটি সিনেমা করার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকে আমিরের মাত্র তিনটি ছবি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল। এমনকি যার মধ্যে 'সিক্রেট সুপারস্টার'-এ তিনি অতিথি চরিত্রে ছিলেন। ২০১৮ সালে আমিরের 'থাগস অব হিন্দুস্তান' মুক্তি পায়। কিন্তু সিনেমাটি বক্স অফিসে একেবারেই আলোর মুখ দেখতে পারেনি। এরপর 'ফরেস্ট গাম্প'-এর অনুকরণে 'লাল সিং চাড্ডা'-এর জন্য তিনি বেশ লম্বা সময়ের বিরতি নেন। তবে ২০২২ সালে সিনেমাটি মুক্তি পেলেও বক্স অফিসে আলোর মুখ দেখতে পারেনি। টানা দুই সিনেমা ব্যর্থ হয়ে আমির কিছুটা সময় বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত আমিরের অন্য কোনও সিনেমা মুক্তি পায়নি। তবে গুঞ্জন রয়েছে যে, আমির আবার পুরো দমে অভিনয়ে নামতে যাচ্ছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সূত্রমতে, আমির বছরে একটি সিনেমা করার পুরনো রীতিতে ফিরে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি সেই উপলক্ষে তিনি কাজও শুরু করেছেন। আমির মনে করছেন, সিনেমা থেকে সাময়িক দূরে থাকার বিষয়টি তারকা ও অভিনেতা হিসেবে খুব বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে চলতি বছর 'সিতারে জামিন পার' মুক্তি পেতে যাচ্ছে। একইসাথে তিনি 'হ্যাপি প্যাটেল' নামের সিনেমায় ক্যামিও করতে যাচ্ছেন। এছাড়াও আমির বেশ কয়েকজন সিনেমা নির্মাতার সাথে আলোচনায় রয়েছেন। খুব দ্রুতই আরও কিছু সিনেমার সাথে যুক্ত হতে পারেন তিনি।

বিচ্ছেদের ঘোষণা অভিষেকের! কার কাছে থাকবে আরাধ্যা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুইদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অন্যান্য সংবাদমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। অভিষেক বচ্চন নাকি ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের খবরে সিলমোহর দিয়েছেন! সাদা-কালো এই ভিডিওতে অভিষেক বচ্চনের মুখ দেখা গিয়েছে শুধু। এক মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা তার মুখ। তবে ভিডিওটি খুব পুরনো নয়। সেটা দেখেই দ্বিধায় পড়েছে দুই অভিনেতার ভক্তরাও। বিচ্ছেদ কি তাহলে হয়েই গিয়েছে? তাই অনন্ত আম্বানীর বিয়েতে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দেখা যায়নি বচ্চনবধূকে?

'ডিপফেক' বলে চর্চিত এই ভিডিওতে অভিষেককে বলতে শোনা গেছে, 'ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ নিয়েই কথা বলতে বসেছি। আমরা ঠিক করেছি, এবার আমাদের বিচ্ছেদের পথে হাঁটাই ভালো। গত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের গুঞ্জন আমাদের তাড়া করে ফিরেছে। গত কয়েক বছর আমরা ভাল কাটাইনি! তারপরেই এই জুলাইয়ে আইনি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিই।'

এমন ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসতেই ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। দুই অভিনেতার ভক্তরা বিষন্ন। মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন কার কাছে থাকবেন? ভিডিওতে মেয়ের কথা স্পষ্ট করে কিছু জানাননি অভিনেতা। তবে ছোট থেকেই মায়ের সঙ্গে সারাক্ষণ দেখা যায় আরাধ্যাকে। তাই সবার অনুমান, এই ভিডিও সত্য হলে অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার মেয়ে আরাধ্যা তার মা ঐশ্বরিয়ার সঙ্গেই থাকবে।

বিষণ্ণতায় ভুগছেন প্রসেনজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে উত্তাল পরিস্থিতি বিরাজ করছে কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। টানা শুটিং বন্ধ থাকায় বেশ বিব্রত অভিনয়শিল্পীরা। নির্মাতা রাহুল মুখার্জির ওপর থেকে ডিরেক্টর্স গিল্ড নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরও স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। শুরু হয়নি শুটিংও। বিষয়টি নিয়ে ভীষণ মন খারাপ অভিনেতা প্রসেনজিতের। টালিউড ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান পরিস্থিতি নাকি ডিপ্রেশনে ফেলে দিয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন এই অভিনেতা। জানা গেছে, এই মুহূর্তে একটি সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন প্রসেনজিৎ।

এরপর ডিরেক্টর্স গিল্ড এবং ফেডারেশনের নিয়ম না মেনে রাহুল বাংলাদেশের ওয়েব প্ল্যাটফর্মের জন্য সিরিজ বানাতে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি সংগঠনের কানে পৌঁছনোর পর সেই নিয়ে জবাব চাওয়া হয় রাহুলের কাছে। প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করলেও, পরে ভুল স্বীকার করেন তিনি। এরপর তিন মাসের জন্য রাহুলকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। শুক্রবার ২৬ জুলাই রাহুলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ডিরেক্টর্স গিল্ড। কিন্তু এদিন রাতেই পুনরায় ফেডারেশন জানায়, নির্মাতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠছে না। রাহুল ফ্লোরে গেলে ফ্লোরে যাবেন না টেকনিশিয়ানরা। এরপর গত ২৭ জুলাই সকালে রাহুল এবং বাকিরা সেটে পৌঁছানোর পরও শুটিং শুরু না হওয়াতেই সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন প্রসেনজিৎ। তিনি বলেন, গত ৯ দিন ধরে আমি খুবই মানসিক ডিপ্রেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সকালে শুটিং সেটে গিয়ে শুনি শুটিং বন্ধ টেকনিশিয়ানরা কাজ করবে না। বিষয়টি ভীষণ কষ্টদায়ক। কারণ আমরা সবাই একটি ফ্যামিলি হয়ে কাজ করি। এভাবে সম্পর্ক নষ্ট হয়। ভালোবাসা থাকে না। যেহেতু এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেহেতু আমাদের এখন এক হয়ে কাজ করা উচিত। রাহুলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও টেকনিশিয়ানরা তার সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে শুটিং বন্ধ থাকায় মন খারাপের পাশাপাশি ডিপ্রেশনেও ভুগছেন প্রসেনজিৎ।

ফের 'স্ত্রী' নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা

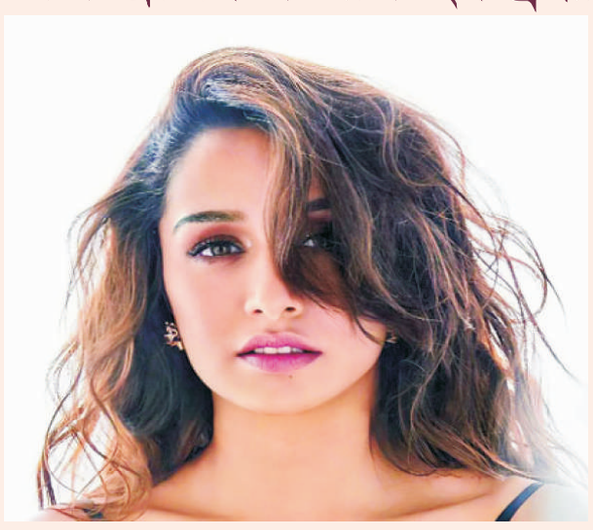

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'স্ত্রী' সিনেমার সিক্যুয়েল। তবে আভাস দিয়েছিলেন ৬ বছর পর আগেই। সেটা ২০১৮ সাল। বলিউডের মূলধারার ছবির ইতিহাসে এমন 'হরর-কমেডি' বিরল। শ্রদ্ধা কাপুর ও রাজকুমার রাওয়ের রসায়নে সেই ছবি লুফে নেয় দর্শক। 'ও স্ত্রী তুম কাল আনা'... দেয়াল লিখনেই হৃদয়ে কাঁপন উঠেছিল দর্শকের। ছবির শেষে কাটা বেণি ব্যাগে ভরে 'স্ত্রী' উঠে বসে বাসে। তারপর কী তা জানার অপেক্ষা এবার ফুরাল। আগামী ১৫ আগস্ট ভারতজুড়ে মুক্তি পাবে 'স্ত্রী ২'। এবারের দেয়াল লিখন 'ও স্ত্রী তুম রক্ষা করনা'। ছবির প্রচারে গতকাল রাজকুমার ও শ্রদ্ধা এসেছিলেন কলকাতায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, হয়তো আগের বারের থেকেও বেশি উত্তেজনা তৈরি হতে চলেছে এই ছবিকে ঘিরে। রাজকুমার বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী। সঠিক চিত্রনাট্যের জন্যই তো এতগুলো বছর অপেক্ষা করতে হলো। ঝলক দেখেই বুঝতে পারছেন, দ্বিতীয় ছবিতে ভয় বলুন বা হাস্যরস সবই দ্বিগুণ হতে চলেছে। দর্শক কোনোভাবেই হতাশ হবে না।'

সাফল্যের আভাস নাকি তারা ইতোমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন। অভিনেতার দাবি, অগ্রিম টিকেট বুকিং থেকেই পুরোটা বোঝা যাচ্ছে। একইভাবে অপেক্ষা করেছেন শ্রদ্ধা কাপুর। গত বছর রণবীর কাপুরের সঙ্গে তার ছবি 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার' মুক্তি পেয়েছিল। তার পর আর দেখা যায়নি তাকে। এই আগস্টে ফিরছেন শ্রদ্ধা।

এতদিন কেন সিনেমায় দেখা যায়নি জানান নায়িকা শ্রদ্ধা। বলেন, 'চিত্রনাট্যের বিষয়ে আমি খুবই খুঁতখুঁতে। তাই একটু সময় লাগল। ছবির ক্ষেত্রে আমি একটু বুঝে সিদ্ধান্ত নিই। কারণ মন থেকে অভিনয় করি। তাই সেরা চিত্রনাট্যের অপেক্ষায় থাকি।'

আসন্ন ছবির সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও রাজকুমার বা শ্রদ্ধা কেউই তথাকথিত সাফল্য-ব্যর্থতার সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নন, জানিয়ে দিলেন সেই কথাও। রাজকুমার বলেন, 'আমার কাছে বক্স অফিসের সাফল্যটাই সব থেকে বড় নয়। বরং সারা দিন শুটিং সেরে এসে যদি মনে হয়, ভালো কিছু করলাম, সেটাই সাফল্য। তার ওপর যদি ছবি বক্স অফিসে সাফল্য পায়, তা হলে তা অবশ্যই উপরি পাওনা।'

পাশাপাশি অভিনেতা মনে করেন সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও একজন মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধা অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি ব্যর্থতাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে চান। তার কথায়, 'ব্যর্থতা আসলে সাফল্যেরই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ ব্যর্থতা না থাকলে সাফল্যের আনন্দ কোথায়!' ব্যক্তিগত নানা কথাও উঠে আসে আলাপচারিতায়।

'কলকাতার জামাই' অভিনেত্রী পত্রলেখার স্বামী রাজকুমার দুই-একটি কথা বলেন বাংলায়। জানান তার জীবনের আক্ষেপের কথাও। রাজকুমার জানান, তিনি খুব অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছেন। এখন সেই আক্ষেপ তাড়া করে। অভিনেতার কথায়, 'আর কয়েকটা দিন যদি তাদের সঙ্গে কাটাতে পারতাম, বড় ভালো হতো।'

হঠাৎ ওজন কমাচ্ছেন কেন শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন শাহরুখ খান। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে জীবনের নানা সাফল্য নিয়ে কথা বলেন শাহরুখ। আসন্ন কাজ নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। আগামীতে সুজয় ঘোষ পরিচালিত 'কিং' ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। সেই ছবির প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলেন শাহরুখ। তিনি জানান, তিনি 'কিং' নিয়ে বেশ আশাবাদী কারণ, বিশেষ ধরনের কিছু ছবি করতে পছন্দ করেন। সাক্ষাৎকারে শাহরুখ বলেন, 'বিশেষ ধরনের কিছু ছবি রয়েছে যেগুলোতে আমি অভিনয় করতে পছন্দ করি। হতে পারে বয়সের কারণে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে আমি নতুন ধরনের চরিত্রে কাজ করতে পছন্দ করি। গত ছয়-সাত বছর ধরে আমি এই ধরনের ছবির (কিং) কথা ভাবছিলাম এবং সুজয়কে বলেছিলাম। ও আমাদের প্রযোজনা সংস্থার জন্য কিছু ছবি তৈরি করেছে। ওই বলল, একটি বিশেষ বিষয়ের ছবি রয়েছে।' 'কিং'-এ অভিনয় করার জন্য ওজনও কমাতে হবে বলে জানান শাহরুখ। তিনি বলেন, 'আমি 'কিং' ছবিতে অভিনয় করছি। শীঘ্রই এই ছবির কাজ শুরু করতে হবে আমাকে। সে জন্য আমাকে একটু ওজনও কমাতে হবে। এ জন্য শরীরচর্চাও করতে হবে।' একটি ছবি করতে অনেকটা সময় নেন শাহরুখ। অভিনেতা জানান, তিনি ছবির পরিচালকের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তাই একটি ছবির কাজ শেষ করতে অনেকটা সময় লাগে।

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ৩-১ ব্যবধানে হারবে ভারত: পন্টিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হবে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। এই সিরিজের উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে এখন থেকেই। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং মনে করেন সফরে ৩-১ ব্যবধানে হারবে ভারত।

যদিও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স কথা বলছে ভারতের হয়ে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবশেষ দুই টেস্ট সিরিজ (বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি) ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল ভারতই।

আগামী ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সিরিজের ফল কী হতে পারে, এমন পশ্নের জবাবে 'দ্য আইসিসি রিভিউ'-তে পন্টিং নিজের ভবিষ্যদ্বানী দেন।

'এটি খুব আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে। এখানে গত দুই সিরিজে যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার অনেক কিছু প্রমাণ করার আছে। আমরা এখন ভারতের বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলব, যা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ে মাত্র চারটি পরীক্ষা করা হয়েছে। সবাই এটা নিয়ে সত্যিই উত্তেজিত এবং আমি জানি না, অনেক ড্র ম্যাচ হবে কিনা।'

'আমি স্পষ্টভাবে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের জন্য ফেভারিট হিসাবে উল্লেখ করছি। কিছু ম্যাচ ড্র হতে পারে এবং কিছু জায়গায় খারাপ আবহাওয়ার কারণে খেলা ভেস্তে যেতে পারে। তাই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, অস্ট্রেলিয়া ৩-১ ব্যবধানে জিতবে।'

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরু হওয়ার পর থেকে কখনও পাঁচ ম্যাচের সিরিজ হয়নি। ১৯৯১-৯২ মৌসুমে ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় সফর করেছিল। তার পর থেকে দুই দলের মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজের নাম হয় বোর্ডার-গাভাস্কর ট্রফি।

দুই দলের বোলারদের প্রসংশা করে এই সিরিজকে অ্যাসেজের সঙ্গে তুলনা করলেন পন্টিং। দলের অভিজ্ঞ ও তারকা খেলোয়াড় স্টিভেন স্মিথের ব্যাটিং পজিশন নিয়েও কথা বলেন ইতিহাসের সফলতম এই অধিনায়ক।

'অস্ট্রেলিয়া অনেক ভালো দলই বেছে নেবে। তবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একমাত্র প্রশ্ন হল, (স্টিভ) স্মিথ ব্যাটিং ওপেন করার জন্য সঠিক লোক কিনা! আমি দলে দেখতে পাচ্ছি এটাই একমাত্র প্রশ্ন। তবে ক্যামেরন গ্রিন দলে ফেরার পরই স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে এই মুহূর্তে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলো টেস্ট সিরিজ খেলছে। দীর্ঘতম সংস্করণে বাংলাদেশ দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে গেছে পাকিস্তানে। এরপর নাজমুল হোসেন শান্ত'র দল সফর করবে ভারতে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজে বাংলাদেশ-ভারত দুইটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে।

এদিকে, টি-টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচের ভেন্যু পাল্টেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে খবরটি জানিয়েছে বিসিসিআই।

ভারতের সাথে প্রথম টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৬ অক্টোবর ধর্মশালায়। কিন্তু ধর্মশালা স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমের সংস্কার কাজ হওয়ায় বর্তমান সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত হবে। এক বিবৃতিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার প্রথম টি-টোয়েন্টি ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ড্রেসিংরুমে সংস্কার ও উন্নয়নকাজ চালানোয় ম্যাচটি গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত হবে।'

ভারত সফরে ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ২৭ সেপ্টেম্বর কানপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৬, ৯ ও ১২ অক্টোবর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টিটোয়েন্টি ম্যাচ দুটি হবে দিল্লি ও হায়দরাবাদে।

বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে গোয়ালিয়রে নবনির্মিত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। আর ২০১০ সালের পর গোয়ালিয়র শহরে এটাই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ

ইয়ান বেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে ইংলিশ তারকা ইয়ান বেলকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। বেলকে ব্যাটিং কোচ নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসএলসি প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা। তিনি বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের কন্ডিশন সম্পর্কে খেলোয়াড়দের সহায়তা করার জন্যই ইয়ানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে খেলার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে ইয়ানের। আমরা বিশ্বাস করি গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজে তার পরামর্শ আমাদের দলকে সহায়তা করবে।'

২০১৪ সালের পর ইংল্যান্ডের মাঠে কোনো সিরিজ জিততে পারেনি লঙ্কানরা। সেই অপেক্ষার অবসান করতেই শ্রীলঙ্কার হয়ে এই সিরিজে শুধু ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন বেল।

আগামী ২১ আগস্ট ম্যানচেস্টারে প্রথম টেস্ট শুরুর পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ ১৬ আগস্ট কুশল মেন্ডিজ ও ধনঞ্জয়া ডি সিলভাদের ক্যাম্পে যোগ দেবেন ১১৮ টেস্ট খেলা ব্যাটার।

এর আগে নিউজিল্যান্ড দলের পরামর্শক হিসেবে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কাজ করেছেন ৪২ বছর বয়সী বেল। ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচিং প্যানেলেও ছিলেন তিনি। সঙ্গে কাউন্টি ও বিগব্যাশে কোচিং করানোরও অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

লস অ্যাঞ্জেলসে

ক্রিকেটের অপেক্ষায় বিশ্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেখতে দেখতে প্যারিস অলিম্পিকের পর্দা নেমে গেছে। সব অ্যাথলেটদের লক্ষ্য এখন তৈরি হবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ঘিরে। ২০২৮ সালের অলিম্পিক গেমস নিয়ে ক্রিকেট মহল উচ্ছ্বসিত হতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। দীর্ঘ ১২৮ বছর গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ খ্যাত প্রতিযোগিতায় ফিরছে ক্রিকেট। রিকি পন্টিং এটির ইতিবাচক দিক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছেন না। এদিকে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জেমিমাহ রদ্রিগেসের যেন অপেক্ষার তর সইছে না!

সবশেষ ১৯০০ সালে অলিম্পিকে ক্রিকেট আয়োজিত হয়েছিল। মূলত ওই একবারই খেলাধুলার এই মহোৎসবে ক্রিকেটের উপস্থিতি ছিল। মাত্র দুই দলের অংশগ্রহণে শেষ হয়েছিল ক্রিকেট ইভেন্ট। ফ্রান্সকে হারিয়ে গ্রেট ব্রিটেন জিতেছিল সোনা। গত বছর লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক আয়োজক কমিটি পাঁচটি খেলা সংযোজনের প্রস্তাব দেয়। যার মধ্যে একটি ক্রিকেট থাকায় অলিম্পিকে দ্বিতীয়বার খেলাটির মঞ্চায়ন নিশ্চিত হয়। সম্প্রতি আইসিসি রিভিউ পডকাস্টে এ নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'এটা ক্রিকেটের জন্য শুধু ইতিবাচকই হতে পারে। বিগত ১৫ অথবা ২০ বছরে আমি ভিন্ন অনেক কমিটিতে বসেছি, অলিম্পিকে কীভাবে ক্রিকেট ফেরানো যায়, এটি সবসময় শীর্ষ এজেন্ডা ছিল। এবং অবশেষে, এটি ফিরছে... আর মাত্র চার বছর দূরে।'

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষ অলিম্পিক গেমস দেখে, তাই এটা সম্পূর্ণ নতুন দর্শকদের কাছে আমাদের খেলাটি পৌঁছে দিবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলা হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ছিল যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন মুলুকে এবার অলিম্পিকের ক্রিকেট বড় সাড়া ফেলবে বলে আশা ক্রিকেট অঙ্গনের। পোন্টিংয়ের মতো ভারতের ডানহাতি ব্যাটার রদ্রিগেসও বেশ উচ্ছ্বসিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'শীঘ্রই ভারতের হয়ে অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না!'

এক দশক পর টি-টোয়েন্টিতে

ফিরছেন অ্যান্ডারসন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০ ওভারের ক্রিকেটে জেমস অ্যান্ডারসনকে সর্বশেষ দেখা গেছে ২০১৪ সালে। টি-টোয়েন্টি ব্ল্যাস্টের ফাইনালে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে ওয়ারউইকশায়ারের বিপক্ষে খেলেছিলেন অ্যান্ডারসন। টেস্ট ক্রিকেটে পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক সাদা বলের ক্রিকেটে সর্বশেষ খেলেছেন ২০১৯ সালে। এক দশকের বেশি সময় টি-টোয়েন্টি না খেলা সেই অ্যান্ডারসন জানিয়েছেন ২০ ওভারের ক্রিকেটে ফেরার চিন্তাভাবনা করছেন তিনি। সেই প্রত্যাবর্তনটা হতে পারে এই শীতে ইংল্যান্ডের বাইরের কোনো লিগেই।

গত মাসেই ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ টেস্টটি খেলে ফেলা অ্যান্ডারসনের বয়স এখন ৪২। টেস্ট ক্রিকেট ছাড়ার পর এখন ইংল্যান্ডের পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন চিরসবুজ এই বোলার। ইংল্যান্ডের জার্সিতে সর্বশেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা নিয়ে শেষ কথাটি এখনো বলেননি অ্যান্ডারসন। সেই অ্যান্ডারসনকে এই বয়সে আবারও টি-টোয়েন্টিতে ফেরার উৎসাহ জুগিয়েছে ১০০ বলের ক্রিকেট দ্য হানড্রেড। দ্য হানড্রেডের খেলা দেখেই নাকি তার মনে হয়েছে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে নতুন বলের বোলার হিসাবে ভালো করা সম্ভব তার পক্ষে।

দ্য ফাইনাল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট পডকাস্টে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে অ্যান্ডারসন বলেন, 'বছরের শেষভাগেই সবকিছু পরিষ্কার হতে পারে। এই শীতে টেস্ট দলের দুটি সফর আছে, আমি জানি না ওই দুই সফরে এই (পরামর্শক) ভূমিকা পালন করতে পারব কি না। আমি হানড্রেড দেখেছি, সেখানে দেখলাম প্রথম ২০ বলে বল অনেক সুইং করে। আমি মনে করি, আমি তো এটা করতে পারি, আমি এখনো এ রকম করতে পারি।' এরপরই টি-টোয়েন্টি ফেরার প্রসঙ্গ টানলেন অ্যান্ডারসন, 'জানি না, এটা ঠিক কাজ হবে কি না। তবু দেখি, সাদা বলের ক্রিকেটে কিছু করতে পারি কি না। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কখনো তো খেলিনি।' ইংল্যান্ডের পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবে অ্যান্ডারসনের চাকরির মেয়াদটা পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত বাড়লেও ২০২৫ সালের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ ও দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ-টোয়েন্টি খেলার সময় পাবেন অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন মনে করেন তার ৪২ বছর বয়সী শরীর ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে নেওয়ার মতোই আছে, 'আমার শরীর তো এখনো নিজেকে ৪২ বছর বয়সী মনে করতে শুরু করেনি। আমি টেনিস কোর্ট দাবড়ে বেড়াব, আশা করছি পরের পাঁচ বছরেও বার্নলি সিসির হয়ে মাঠে দৌড়ঝাঁপ করব।'

স্টোকসকে নিয়ে বড় দুঃসংবাদ পেল ইংলিশরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাঁ পায়ের চোট শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে দিয়েছে ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকসকে। নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের ম্যাচে চোট পেয়ে তিনি মাঠ ছেড়েছিলেন অশ্রুভেজা চোখে। তার পায়ের চোট যে গুরুতর সেটি তার প্রতিক্রিয়া দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলো স্ক্যান প্রতিবেদন পাওয়ার পর। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে তার ছিটকে যাওয়ার কথা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

আগামী ২১ আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে শ্রীলঙ্কা। এই সিরিজে স্টোকসের অনুপস্থিতিতে ইংলিশদের নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক ওলি পোপ। বিবৃতিতে ইসিবি বলছে, ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক স্টোকস পুরো গ্রীষ্ম মৌসুমের জন্য ছিটকে গেছেন। গত রবিবার হান্ড্রেডের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের পর মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ২১ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া শ্রীলঙ্কা সিরিজে থাকছেন না স্টোকস। তবে আশা করা হচ্ছে এই অলরাউন্ডার অক্টোবরে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ফিরবেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ওই সিরিজ শুরু হবে ৭ অক্টোবর থেকে। এদিকে, লঙ্কানদের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া টেস্ট সিরিজে ইংলিশরা তারকা ওপেনার জ্যাক ক্রাউলিকেও পাচ্ছে না। আঙুলে চিড় ধরায় তিনি ছিটকে গেছেন এই সিরিজ থেকে। এ ছাড়া হান্ড্রেডে কিছুটা চোটের অস্বস্তিতে ছিলেন আরেক ইংলিশ পেসার ক্রিস ওকস। স্টোকসের চোট নিশ্চিত হওয়ার পর তাকেও সতর্কতা স্বরূপ ওই টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়ে নিয়েছে ইসিবি।

অন্যদিকে, স্টোকসের জায়গায় ইংল্যান্ড দলে কে ফিরবেন সেটি এখনও জানানো হয়নি। তার অনুপস্থিতিতে টেস্টে অভিষেক হতে পারে জর্ডান কক্সের।

রিলেতে কানাডার স্বর্ণ জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অ্যাথলেটিকসে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা স্বর্ণ জিতলেও আবারও হতাশ করেছে ছেলেরা। বরাবরের মতো এবারও ঝামেলা সেই ব্যাটন হাতবদলের সময়ই। শেষপর্যন্ত ডিসকোয়ালিফাইড হতে হয় তাদের। সবাইকে চমকে দিয়ে ২৮ বছর পর এই ইভেন্টে ফের স্বর্ণের দেখা পেল কানাডা। তাদের চার অ্যাথলেট মিলিয়ে রেস শেষ করেন ৩৭.৫০ সেকেন্ডে।

প্রথম তিন লেগ শেষে তিনেই ছিল কানাডা। কিন্তু অ্যারন ব্রাউন, জেরম ব্লেক, ব্রেন্ডন রডনির পর ট্যাকে ঝড় তুলেন আন্দ্রে ডে গ্রাস। তার অসাধারণ দৌড়ে সবার প্রথমে থেকে ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করে কানাডা। দক্ষিণ আফ্রিকা রুপা (৩৭.৫৭) ও গ্রেট ব্রিটেন (৩৭.৬১) জেতে ব্রোঞ্জ।

যুক্তরাষ্ট্রের ঝামেলাটা বাঁধে প্রথম লেগ শেষেই। অসাধারণ শুরুর পরও ব্যাটন হাতবদল করতে গিয়ে সতীর্থ কেনি বেডনারেকের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষে বাঁধেন ক্রিস্টিয়ান কোলম্যান। শেষ পর্যন্ত জোনের বাইরে গিয়ে ব্যাটন বদল করতে হয় তাকে। যে কারণে রেস শেষ করলেও ডিসকোয়ালিফাইড হয় যুক্তরাষ্ট্র।

মেয়েদের একই ইভেন্টে অবশ্য এমন পরিণতি হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের। ৪১.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণ নিশ্চিত করেন মেলিসা জেফারসন, টোয়ানিশা টেরি, গ্যাব্রিয়েল থমাস ও শাকারি রিচার্ডসন। গ্রেট ব্রিটেন রুপা (৪১.৮৫) ও জার্মানি পেয়েছে ব্রোঞ্জ (৪১.৯৭)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR